نواقض الإسلام

ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহ

পর্ব:০১

আবু মুস'আব

t.me/school_of_ilm
t.me/minbar_at_tawheed

আমরা সবাই জানি যে, সালাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন এবং সালাত আদায় করা সকল সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর ওয়াজিব। এখন সালাত আদায় করার ওজু শর্ত অর্থাৎ সালাত আদায়ের পূর্বে ওজু করতে হবে, যদি এর প্রতিবন্ধকতা থাকে তবে তায়াম্মুম করতে হবে। এখন কোনো মুসলিম যদি ওজু করে অতঃপর সে মূত্র ত্যাগ করে তাহলে তার ওযু ভেঙ্গে যাবে এবং সে অবস্থায় সে সালাত আদায় করতে পারবে না যতক্ষণ না সে পুনরায় বিশুদ্ধ না হচ্ছে। তেমনি, কেউ সালাতে দাড়িয়ে যদি অযথা ই হাসাহাসি করে, কোনো রুকন ইচ্ছা করে ছেড়ে দেয় তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

অনুরুপ কেউ যদি ঈমান আনে অতঃপর কোনো ঈমান ভঙ্গের কারনে লিপ্ত হয় তাহলে সে কুফরে লিপ্ত এবং কুফরে লিপ্ত ব্যক্তির যদি কোনো ওজর অথবা প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে বিবেচ্য হবে। অর্থাৎ ঈমান আনার পরেও কারো ঈমান ভঙ্গ হতে পারে।

দলীল:

১.আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহর কুফুরী করলে এবং কুফুরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে এটা তার জন্য নয়, যাকে কুফুরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার হৃদয় ঈমানের উপর অবিচল থাকে।"[কুরআন ১৬:১০৬]

[কুরআন ১৬:১০৬] এর তাফসীর:

ক. শাইখ আব্দুর রহমান আস সাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

এখানে আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে তাদের জঘন্য অবস্থার কথা বলেন যারা ঈমান আনার পরে আল্লাহর প্রতি কাফির হয়ে যায় এবং দৃষ্টিশক্তি থাকার পর অন্ধ হয়ে যায় এবং হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্টতায় পতিত হয় এবং তাদের অন্তরকে কুফরের জন্য উন্মুক্ত করে দেয় এবং এতেই রাজি-খুশি থাকে। মহামহিম আল্লাহর ক্রোধ তাদের উপর পতিত হয়, যার ক্রোধ একবার পতিত হলে তা আটকানো অসম্ভব এবং যার উপর তার ক্রোধ পতিত হয় তার উপর সমস্ত সৃষ্টি ক্রোধান্বিত থাকে। "তার জন্য রয়েছে মহা শাস্তি" এর মানে হলো-... শাস্তি অনন্ত এবং চিরস্থায়ী [অর্থাৎ সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী]। [তাফসীর আস সাদী, জুয ১৩-১৫]

খ. ইমাম ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেন যে, যারা ঈমান এবং কুফরের জন্যে অন্তরকে উন্মুক্ত রাখে, তাদের উপর আল্লাহর গজব আপতিত হবে। কারণ ঈমানের জ্ঞান লাভ করার পর তা থেকে তারা ফিরে গেছে। আখিরাতে তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কারণ তারা আখিরাত নষ্ট করে দুনিয়ার প্রেমে পড়ে গেছে এবং ইসলামের উপর ধর্মত্যাগী হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে, একমাত্র দুনিয়ার প্রতি

আকৃষ্ট হওয়ার কারণে। তাদের অন্তর হিদায়াত বিমুখ ছিল বলে আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফিক তারা লাভ করে নি। তাদের অন্তরে মোহর লেগে গেছে, তাই উপকারী কোন কথা তারা বুঝে না। তাদের চোখ ও কান অকেজো হয়ে গেছে। না তারা হক দেখতে পায়, না শুনতে পায়। সুতরাং কোন জিনিসই তাদের কোন উপকার করেনি এবং তারা নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। এটা নিশ্চিত যে, তারা নিজেদেরও ক্ষতি করছে এবং পরিবারেরও ক্ষতি করছে। প্রথম আয়াতের মাঝে যাদেরকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে অর্থাৎ যাদেরকে জোর-জবরদস্তি করা হয়েছে, অথচ তাদের অন্তরে পূর্ণ ঈমান রয়েছে, তাদের দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা অসহনীয় নির্যাতনের ফলে বাধ্য হয়ে মৌখিক ভাবে মুশরিকদেরকে সমর্থন করে থাকে কিন্তু তাদের অন্তর তাদেরকে মোটেই সমর্থন করে না। বরং তাদের অন্তরে আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি পূর্ণ ঈমান থাকে। ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে,"এই আয়াতটি আম্মার ইবনু ইয়াসিরের রাদিআল্লাহু আনহু ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। মুশরিকরা তাকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকে, যে পর্যন্ত না তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করেন। তখন তিনি অত্যন্ত নিরুপায় ও বাধ্য হয়ে তাদেরকে সমর্থন করেন। অতঃপর তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যেয়ে ওজর পেশ করেন। এ সময় আল্লাহ তায়া'লার এই আয়াতটি[কুরআন ১৬:১০৬] অবতীর্ণ হয়। আশ-শাবী, কাতাদাহ এবং আবু মালিক রাহিমাহুল্লাহ এ কথা ই বলেন। তাফসীর ইবনু জারীর আত

তাবারিতে রয়েছে যে, মুশরিকরা আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদিআল্লাহু আনহুকে ধরে ফেলে। অতঃপর তারা তাকে কষ্ট দিতে শুরু করে। শেষ অবধি তিনি তাদের কথাকে সমর্থন করে নেন। তারপর তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এসে নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার অন্তরকে তুমি কিরূপ পাচ্ছ?"
উত্তরে তিনি বলেন,"অন্তর তো ঈমানে পরিপূর্ণ রয়েছে।"
তিনি[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তখন বলেন,"তারা যদি তাদের কাজের পুনরাবৃত্তি করে তবে তুমিও তোমার একথার পুনরাবৃত্তি করবে।"[সংক্ষেপিত, তাফসির ইবনু কাসির]

২. মুসাইলামা যখন নিজেকে নবী দাবী করলো তখন সে মুরতাদ হয়ে গেলো ফলে মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো এবং মিথ্যাবাদীকে হত্যা করলো।
এখানেই সুস্পষ্ট যে কেউ ঈমান আনার পরেও কাফির হয়।

৩.যাকাত অস্বীকারকারীদের প্রতি আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু এর যুদ্ধ ঘোষণা আরেকটি সুস্পষ্ট প্রমাণ!

৪.ইকরামা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে জানা যায় যে, আলী ইবনু আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু ধর্মত্যাগী মুরতাদের বিপক্ষে কঠোর ছিলেন এবং আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন।

এগুলো ছাড়াও আরো বহু দলীল রয়েছে যাতে সুস্পষ্ট যে কেউ দ্বীনে প্রবেশ করার পর পুনরায় কাফির হতে পারে!

প্রথমত আমরা আলোচনা করবো ঈমান সম্পর্কে।

১.ইমাম ইবনু কুদামাহ বলেন,"ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং কর্মে রূপান্তর। বাধ্যতার [আল্লাহর প্রতি] ফলে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং অবাধ্যতার ফলে ঈমান হ্রাস পায়।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "তারা আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে তার [আল্লাহ] ইবাদাত করতে এবং সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে। এবং এটাই সত্য ধর্ম।"[কুরআন ৯৮:০৫]

সুতরাং তিনি ইবাদাত, অন্তরের আন্তরিকতা, সালাত কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান কে দ্বীনের [ঈমান] অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ হলো এই সাক্ষ্য দেয়া যে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ [আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই] এবং সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।"

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌখিক স্বীকৃতি এবং কর্মকে ঈমানের অংশ হিসেবে স্থান দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "..যারা বিশ্বাস করে, এটি তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে।"[কুরআন ০৯:১২৪]

এবং আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "...যেনো তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়।"[কুরআন ৪৮:০৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং তার মনে গমের দানা কিংবা সরিষার বীজ পরিমাণ অথবা অণু পরিমাণ ঈমান থাকলেও, সে জাহান্নাম থেকে মুক্ত হবে।"

কাজেই তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ঈমানকে বিভিন্ন স্তরে রেখেছেন। "

~লুমআ'তুল ইতিকাদ,
ইমাম ইবনু কুদামাহ আল মাক্কদীসি রাহিমাহুল্লাহ

২.ইমাম শাফি'ঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,"সাহাবী, তাবি'ঈ, তাদের পরবর্তীগন ও আমাদের সাথীদের ইজমা রয়েছে যে, ইমান হলো কথা, কাজ ও নিয়্যাত। এই তিনটির কোনো একটি ব্যতীত বাকিগুলো নাজায়েয[বাতিল]।"

৩.ইমাম আব্দুর রাযযাক আস-সান’আনী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,"আমি ৬২ জন ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, যাদের মধ্যে রয়েছেন, ইমাম আওযাঈ, ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী, ইমাম সুফিয়ান ইবনু উইয়াইনাহ, ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, ইমাম মালিক ইবনু আনাস এবং অন্যরা যাদের নাম আমি উল্লেখ করছি না, তারা প্রত্যেকেই বলতেনঃ ঈমান হলো কথা ও কাজের সমন্বয়, ঈমান বাড়ে ও কমে।"

৪.মুহাম্মাদ ইবনু মুযাফফার আল মুক্করী আমাদেরকে জানিয়েছেন: আল হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাবাশ আল মুক্করী আমাদেরকে বর্ণনা করেন: ইমাম আব্দুর রহমান ইবনু আবি হাতিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি আমার পিতা এবং আবু জুর'আহ কে দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান সম্পর্কে এবং বিভিন্ন শহরের আলিমদেরকে কোন আক্কীদাহর উপর পেয়েছে তা সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বলেন:

আমরা নিম্নোক্ত শহরের আলিমদেরকে পেয়েছিঃ হিজাজ, ইরাক, মিশর, শাম এবং ইয়েমেনের! এবং তাদের অবস্থান হলো:

~ঈমান হলো কথা এবং কাজ, এটা বাড়ে এবং কমে।"[আক্কীদাহ রাজিয়্যান]

ঈমান ও তিনভাবে ভঙ্গ হতে পারে। কথা, বিশ্বাস কিংবা কর্মের মাধ্যমে।

নাওয়াক্বিদুল ইসলামকে নাওয়াক্বিদুল ঈমান এবং নাওয়াক্বিদ আত তাওহীদ ও বলা হয়।

নাওয়াক্বিদ [النواقض] শব্দটি হলো নাক্বিদ[ناقض] শব্দের বহুবচন।

নাক্বিদ হলো তা যা ভঙ্গ করে, অথবা ধ্বংস করে অথবা বাতিল করে। অর্থাৎ কোনোকিছু ভঙ্গকারী।

পবিত্র কুরআনের মধ্যে সুরাহ নাহলে আল নাক্বদ শব্দটি এসেছে!

সুরা নাহলের ৯১ তম আয়াতে নাক্বদ শব্দটি ওয়াদা ভঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَ اَوۡفُوۡا بِعَہۡدِ اللّٰہِ اِذَا عٰہَدۡتُّمۡ وَ لَا تَنۡقُضُوا الۡاَیۡمَانَ بَعۡدَ تَوۡکِیۡدِہَا وَ قَدۡ جَعَلۡتُمُ اللّٰہَ عَلَیۡکُمۡ کَفِیۡلًا ؕ اِنَّ اللّٰہَ یَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُوۡنَ (٩١)

"আর তোমরা যখন অঙ্গীকার করো তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো। তোমরা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করো না এবং প্রকৃত পক্ষে তোমরা নিজেদের জন্য আল্লাহকে জিম্মাদার বানিয়েছো। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, যা তোমরা করো।"[কুরআন ১৬:৯১]

তাছাড়া উক্ত সুরাহর ৯২ তম আয়াতেও নাক্বদ শব্দটি এসেছে নষ্ট করে দেওয়া অর্থে!

⬛নাওয়াক্বিদুল ইসলাম [نواقض الإسلام]:

পারিভাষিক অর্থে নাওয়াক্বিদুল ইসলাম হলো ইসলামের বিপরীতে কোনোকিছু করা যা ইসলামকে বিনষ্ট করে।

নাওয়াক্বিদুল ইসলামকে নাওয়াক্বিদুল ঈমান এবং নাওয়াক্বিদ আত তাওহীদ ও বলা হয়।

◾ঈমান ভঙ্গের কারণ সমূহ মূলত তিন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত -
~১.শির্ক আল আকবার বা বড় শির্ক[الشرك الأكبر]
~২.কুফর আল আকবার বা বড় কুফর[الكفر الأكبر]
~৩.নিফাক আল ইতিক্বাদী[النفاق الاعتقادي]

প্রধানত, এগুলো হতে পারে বিশ্বাস, কথা কিংবা কর্মের মাধ্যমে।

◾আর কেউ ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়ে তিনভাবে লিপ্ত হতে পারে-

◾১.আন নাক্বিদ আল ক্বওলী[الناقض الفعلي] বা কথার মাধ্যমে ভঙ্গ হওয়া:

কথার মাধ্যমে কুফরী বিভিন্ন ভাবে হয়।
উদাহরণস্বরূপঃ
১.ভিন্ন মিথ্যা ইলাহের সাক্ষ্য দেয়া
২.আল্লাহ তায়া'লা, তার রাসুল কিংবা দ্বীনের কোনো নিদর্শন নিয়ে ঠাট্টা করা কিংবা অপমান করা
৩.মনে বিশ্বাস রেখে অহংকার বশত অস্বীকার করা
৪.শাহাদাতাইন পাঠ না করা ইত্যাদি।

◾২.আন নাক্বিদ আল ফি'লি[الناقض الفعلي] বা কর্মের মাধ্যমে ভঙ্গ হওয়া:

কেউ কোনো ফরজ ইবাদাত একেবারে ত্যাগ করলে তবে সে কুফরে লিপ্ত। কারো মতে, সালাত ত্যাগ করা মাত্রই, ত্যাগকারী কাফির। তবে কেউ যদি কোনো মৌলিক ইবাদাত একেবারে না ত্যাগ করে তবে সে কাফির নয়।

কর্মের মাধ্যমে কুফর বিভিন্ন ভাবে হয়! যেমনঃ

১.মিথ্যা সাব্যস্ত করার মাধ্যমে

২.আল্লাহর আইনের স্থলে মানবরচিত বিধান প্রণয়ন এবং তা দ্বারা শাসন করার মাধ্যমে

৩.গাইরুল্লাহকে সিজদা করা

৪.মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সহায়তা করার মাধ্যমে ইত্যাদি।

■ ৩.আন নাক্বিদ আল ইতিক্বাদী[الناقض الاعتقادي] তথা বিশ্বাসের মাধ্যমে ভঙ্গ হওয়া:

অন্তরের মাধ্যমে অবিশ্বাস বা কুফর:

অন্তরের মাধ্যমে কুফর হলো অন্তরের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয় স্বীকৃতি না দেয়া কিংবা সন্দেহ পোষণ করা এবং বিশ্বাস না করা যদিওবা শুধুমাত্র একটি বিষয়েও হয়।

অন্তরের মাধ্যমে কুফরী আবার কয়েক প্রকার।

সেগুলো হলো:

১.সরাসরি অন্তরে অবিশ্বাস করা

২.উপেক্ষা এবং অবহেলা করা
৩.সন্দেহ-সংশয়জনিত কুফর
৪.ইতিক্কাদী বিষয়ে মুনাফিকি

কারণসমূহ -
শাইখুল মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ ঈমান ভঙ্গের ১০টি কারণ উল্লেখ করেছেন যেগুলো সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হয়। এই ১০ টি ছাড়াও আরো ঈমান ভঙ্গের কারণ রয়েছে যেগুলো এই ১০টির সাথে সম্পর্কযুক্ত কিংবা ভিন্ন। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো প্রধান ১০টি নাক্বিদ। অতঃপর আমরা আনুষাঙ্গিক অন্যান্য নাক্বিদগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।
[এই দশটির অনুবাদ দারুল ইল্মের সাইট থেকে গৃহীত]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন: জেনে রাখুন, ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় দশটি:

১. আল্লাহর ইবাদতে কোন কিছুকে শরীক করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:
[إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ] (النساء: ٤٨)
নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"[সূরা আন-নিসা: ৪৮]

আরও বলেন:
(إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢) [المائدة: ٧٢]

"নিশ্চয় কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"[সূরা আল-মায়িদা: ৭২]

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশ্যে জবাই করা এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কেউ যদি জ্বিনের উদ্দেশ্যে বা কবরের উদ্দেশ্যে জবাই করে।

🔵২. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার মাঝে অন্যদেরকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে ও তাদের কাছে প্রার্থনা জানায়, তাদের নিকট সুপারিশ কামনা করে এবং তাদের উপর ভরসা করে, সে আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে কাফির।

🔵৩. মুশরিকদেরকে কাফির বলে বিশ্বাস না করলে, বা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করলে, অথবা তাদের ধর্মমতকে সঠিক বলে মন্তব্য করলে সে-ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।

🔵৪.যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনপদ্ধতির চেয়ে অন্য পথ-পদ্ধতিকে পরিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করে; কিংবা নবীর বিধানের চেয়ে অন্য কারও বিধানকে উত্তম বলে মনে করে, তবে সে-ব্যক্তি কাফির। যেমন, যদি কোন ব্যক্তি তাঁর আনীত বিধানের উপর তাগুতের বিধানকে অগ্রাধিকার দেয়— তবে সে ব্যক্তি কাফির।

🔵৫. যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত কোনো বিধানের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে যদি ঐ বিধানের উপর আমল করেও, তবুও সে কাফির।

🔵৬. যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত সামান্য কোনো বিষয়, আল্লাহ প্রদত্ত সওয়াব-প্রতিদান কিংবা তাঁর কোনো শাস্তির বিধানের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, সে ব্যক্তি কাফির হবে।
এর দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী:
(قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ٦٥ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ) [التوبة: ٦٥، ٦٦]
"বলুন!তোমরা কি আল্লাহ, তার নিদর্শন ও তার রাসুলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা আর অজুহাত পেশ করো না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছো।"[সূরা আত-তাওবাহ: ৬৫-৬৬]

🔵৭.জাদু করা। বিকর্ষণ ও আকর্ষণ করার জন্য তদবির করাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে জাদু করবে অথবা জাদু করার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, সে কাফির হবে।
এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী:
[وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ) [البقرة: ١٠٢(
"তারা কাউকে [জাদু] শিক্ষা দিত না যতক্ষণ-না এ কথা বলত যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; সুতরাং তুমি কুফরী করো না।"[সূরা আল-বাকারাহ: ১০২]

🔵৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা।
এর দলীল:
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
[وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ] (المائدة: ٥١)
"তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[সূরা আল-মায়িদাহ: ৫১]

🔵৯. যে ব্যক্তি এ-বিশ্বাস করে যে, খিযিরের পক্ষে যেমনিভাবে মূসা আলাইহিসসালামের শরী'আহর বাইরে থাকা সম্ভব ছিল, তেমনিভাবে কোনো মানুষের জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আহ থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি আছে— তবে সে-ব্যক্তিও কাফির।

🔵১০.আল্লাহ তা'আলার দ্বীন "ইসলাম" কে উপেক্ষা করা বা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা— দ্বীনের জ্ঞান অর্জনও করে না, আর তা অনুযায়ী আমলও করে না [এমন ব্যক্তি কাফির]।

এর দলীল: আল্লাহ তাআলা বলেন,
(وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعۡرَضَ عَنۡهَآۚ إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ
مُنتَقِمُونَ] (٢٢) [السجدة: ٢٢
"যে ব্যক্তি তার রবের নিদর্শনাবলি দ্বারা উপদিষ্ট হওয়ার পর তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে আছে?

আমরা অবশ্যই অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।"[সূরা আস সিজদা: ২২]

পূর্বে নাওয়াক্বিদুল ইসলাম সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ এর লিখিত ১০ টি পয়েন্ট দিয়েছি! এই পর্বে দিবো শাইখ আহমাদ মুসা জিব্রিল হাফিযাহুল্লাহ এর উল্লেখিত নাওয়াক্বিদুল ইসলামের পয়েন্টগুলো।

🔵১.শির্ক- আল্লাহ তায়া'লার সাথে কাউকে শরীক করা। আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ সাথে কাউকে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।তাই জাহান্নাম ই তার বাসস্থান। আর জালিমের কোনো সাহায্যকারী নেই।"[কুরআন ০৫:৭২]

মৃতকে ডাকা, তাদের নিকট কোনোকিছু চাওয়া, নজরানা দেয়া অথবা তাদের নামে কোনোকিছু উৎসর্গ করা - সব ই শির্ক।

🔵২.আল্লাহ এবং নিজের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী স্থাপন, তাদের নিকট দু'আ করা এবং শাফায়াত কামনা করা। আর তাদের উপর ভরসা করা হচ্ছে কুফর।

🔵৩.যে ব্যক্তি মুশরিকদের কাফির মনে করে না, কিংবা তাদের বিশ্বাস যে কুফর, এ নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতবাদকে সঠিক মনে করে, সে কাফির।

🔵৪.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিদায়াত এবং তার আনীত জীবনবিধানের চাইতে অন্য কোনো দর্শন, মতবাদ, জীবনবিধানকে কেউ যদি উত্তম মনে করে- যদি একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ও মনে করে তাহলে সে ব্যক্তি কাফির। এগুলো তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত বিধান থেকে তাগুতের বিধানকে উত্তম মনে করে। এগুলোর কিছু উদাহরণ:

ক.ইসলামি শরীয়াহর পরিবর্তে মানবরচিত আইন, সংবিধান ও ব্যবস্থাকে উত্তম বলে মনে করা। যেমন:

■একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামিক বিধান উপযোগী নয়।

■ইসলামের কারণেই মুসলিমরা পিছিয়ে আছে।

■ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক মাত্র, জীবনের অন্যক্ষেত্রে ইসলাম টেনে আনা অযৌক্তিক।

খ.এই কথা বলা যে,আল্লাহ তায়া'লা কতৃক নির্ধারিত শাস্তির প্রয়োগ যেমন: চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীকে পাথর মারা - বর্তমান যুগে অচল, মানানসই নয়।

গ.এই বিশ্বাস রাখা যে, লেনদেন কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়া'লা যে বিধান নাজিল করেছেন তার বিপরীতে বিধান তৈরি করা যাবে। হয়তো বিচার প্রণেতা নিজের প্রণীত বিধান কে আল্লাহর বিধান থেকে অনুত্তম মনে করবে কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা যা হারাম করেছেন যেমন: মদ, জিনা, সুদ - তা হালাল করার মাধ্যমে এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তার প্রণীত বিধান ই উত্তম। মুসলিম উম্মাহ একমত যে, যে এসব হারাম কে হালাল সাব্যস্ত করবে সে কাফির।

🔵৫.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হালাল করেছেন তার কোনো অংশ যদি কেউ ঘৃণা করে তাহলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে যদিওবা সে ওই হালালের উপর আমল করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "এটি এ জন্য যে,আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তারা তা অপছন্দ করে। এজন্যই আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।"[কুরআন ৪৭:০৯]

🔵৬.কেউ যদি ইসলামের কোনো বিধান, ইসলামের কোনো শাস্তি কিংবা পুরষ্কারের বিষয় নিয়ে হাসি তামাশা করে, তবে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেন, " আপনি বলুনঃ'তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত এবং তার রাসুলকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিলে?' ছলনা করো না, তোমরা ঈমান আনার পরেও কাফির হয়ে গেছো।"[কুরআন ০৯:৬৫-৬৬]

🔵৭.জাদু করা, যেমন জাদুটোনার মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসায় ফাটল ধরানো এবং জাদুর মাধ্যমে এমন কাজ করতে কাউকে প্রলুব্ধ

করা যা করতে সে অপছন্দ করে। যদি এমন কাজে লিপ্ত হয় অথবা এতে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে সে ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে যায়।....

🔵৮.মুসলিমদের বিপক্ষে মুশরিকদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা। আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "তোমাদের কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করলে, সে তাদেরই দলভুক্ত হবে। আল্লাহ কখনো জালিমদের হিদায়াত করেন না।" [কুরআন ০৫:৫১]

🔵৯.কাউকে শরীয়তে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উর্ধ্বে মনে করা।কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে ইসলামি শরীয়াহর উর্ধ্বে মনে করে তাহলে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"যে লোক ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন তালাশ করবে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না।..।"[কুরআন ০৩:৮৫]

🔵১০.আল্লাহ তায়া'লার দ্বীন থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকা । না দ্বীন শিক্ষা করা, না আমল করা।আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "তার চেয়ে বড় জালিম আর কে আছে, যাকে তার রবের নিদর্শনসমূহ স্মরণ করিয়ে দেবার পর ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? অপরাধীদের আমি অবশ্যই শাস্তি দিবো।"[কুরআন ৩২:২২]

উল্লেখ্য, আমি এই দশটি নাক্বিদ ব্যতীত অন্যান্য নাক্বিদ ও নোটে উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।